যুগান্তর

তারিখ ... 19 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২ ...

সোনারগাঁয়ে এইচএসসি পরীক্ষা

ভুল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ায় বিপাকে ২৫ শিক্ষার্থী

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব, হল সুপার ও শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের অনিয়মিত ২৫ জন পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিয়তার মুখে পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, উপজেলার কাজী ফজলুল হক উইমেন্স বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে ওই ২৫ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থীকে ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্র না দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থী মনে করে তাদের ২০১৫ সালের প্রশ্নপত্র দিয়ে প্রায় দেড় ঘন্টা পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। পরে বিষয়টি টের পাওয়ার পর ২০১৫ সালের প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার খাতা কেড়ে নিয়ে তাদের পুনরায় ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্র ও নতুন খাতা দিয়ে মাত্র দেড় ঘন্টা পরীক্ষা নেয়া হয়। তিন ঘন্টার পরীক্ষা দেড় ঘন্টা দিয়ে ওই অনিয়মিত পরীক্ষার্থীরা ফেল করার আশংকা করছে। বিকালে সোনারগাঁ উপজেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে তারা মানববন্ধন কর্মসূচি ও বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করে। তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব, হল সুপার ও শিক্ষকদের দায়িত্ব অবহেলার বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত স্মারকলিপি দেয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখে পরীক্ষার্থী সফিকুল ইসলাম, সেলিম, বিল্লাল, জাকিয়া সুলতানা তৃশা, অনন্ত, মাহফুজুল, মো. ইউসুফ, শামীমা আক্তার, হনুফা আক্তার, বিজয় ও মহসিন।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী এইচএসসি অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের দাবি, উপজেলার কাজী ফজলুল হক উইমেন্স বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ২৫ জন অনিয়মিত শিক্ষার্থী সোমবার সকালে হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অনিয়মিত ওই পরীক্ষার্থীদের ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ভুল করে নিয়মিত পরীক্ষার্থী মনে করে ২০১৫ সালের প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়।

সোনারগাঁ কাজী ফজলুল হক উইমেন্স বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এমদাদুল হক নূর খোকন জানান, ভুল করে ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ২০১৫ সালের প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর বিষয়টি জানাজানি হলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু নাসের ভূঞা জানান, শিক্ষকদের অসাবধানতার কারণে এমনটা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে।